বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটির বার্ষিক সাধারণ সভা - ২০১৬

দ্বিবার্ষিক প্রতিবেদন

ভূমিকা

বিশ্বব্যাপী মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়নকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে -- দেশে দেশে জনগণের এই আশাকে পরাভূত করে ২০১৬-২০৩০ মেয়াদের জন্য জাতিসঙ্ঘ গ্রহণ করেছে সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস বা টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমালা। শুধু আয় নয়, মানসিক স্বাস্থ্য, সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য আর ইতিবাচক পরিবেশ -- এসবকে উন্নয়নের অন্যতম সূচক হিসেবে গণ্য করলেও, বৈশ্বিক নীতিনির্ধারকরা মানসিক স্বাস্থ্যের পেছনে ব্যয় করতে এখনও কুণ্ঠিত। সবচেয়ে দুঃখজনক হচ্ছে, বিগত মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলস-এ মানসিক স্বাস্থ্য নন-কমিউনিকেবল ডিজিজের অধীনে কিছুটা হলেও গুরুত্ব পেলেও, ২০৩০ পর্যন্ত নির্ধারিত 'সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস'-এ মানসিক স্বাস্থ্য প্রায় পুরোপুরি উপেক্ষিতই রয়ে গেছে। অথচ, মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা এবং উন্নত পরিসেবার প্রয়োজনীয়তা এখন মানব সমাজের সকল স্তরে অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে অনেক বেশি তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে -- বাংলাদেশের সমাজের জন্যও একথা সমান প্রযোজ্য।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগের অভিঘাত, ক্রমঃবর্ধমান শিশু ও নারীনির্যাতন, মাদকাসক্তি, কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতীদের আবেগ ও আচরণ নিয়ন্ত্রণের সমস্যাজনিত জটিলতা, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সম্পর্কে বিশ্বাস ও আস্থার বন্ধন শিথিল হয়ে আসা, শিশু লালন-পালন অর্থাৎ প্যারেন্টিং সম্পর্কিত জটিলতা, মতাদর্শিক চরমপন্থাজনিত সহিংসতা ইত্যাকার অজস্র যন্ত্রণায় আমাদের জীবন হাঁপিয়ে উঠেছে।

এই প্রেক্ষাপটকে বিবেচনায় রেখে সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় নিয়ে শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটির ৮ম দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভা।

বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটি

'উন্নত জীবনের জন্য ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি' -- এই ভিসন স্টেটমেন্টকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে চলেছে বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটি, এবং এরই মধ্যে পার করেছে গৌরবোজ্জল ১৭টি বছর। প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি প্রফেসর আনিসুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৯৯ সালের ২৬ অক্টোবর এই সংগঠনটি বিভিন্ন পর্যায়ের মোট ২৪জন সদস্যকে নিয়ে যাত্রা শুরু করে। আজ ২০১৬ সালের ১৪ মে পর্যন্ত সোসাইটির মোট ১৯৬ জন সদস্য স্বদেশ ও বিদেশের বহু বিচিত্র কর্মক্ষেত্রে তাদের জ্ঞান ও কর্মদক্ষতার প্রমাণ রেখে চলেছেন। মোট সদস্যের ৪৫জন সাধারণ সদস্য , ৬জন আজীবন সদস্য, ৬৫জন অ্যাফিলিয়েট সদস্য এবং ৮০জন প্রশিক্ষণরত সদস্য। বিভিন্ন দেশি-বিদেশি পাবলিক ও প্রাইভেট হাসপাতাল, বিভিন্ন জাতীয় স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুল, বিভিন্ন দেশি-বিদেশি ও আন্তর্জাতিক এনজিও এবং উন্নয়ন সংস্থায় বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটির সদস্যদের দৃপ্ত পদচারণা লক্ষ্যণীয়। সামনের দিনগুলোতে বাংলাদেশের বৃহত্তর জনসমাজে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটির ভূমিকা যে আরও কার্যকরভাবে বৃদ্ধি পাবে তা বলার অপেক্ষ রাখে না।

সর্বশেষ সাধারণ সভা

২০১৪ সালের ৭ মার্চ বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটির ৭ম দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন নির্বাহী কমিটির সভাপতি জনাব কামাল উদ্দিন আহমেদ চৌধূরী। সভায় সাধারণ সম্পাদক জনাব তরুণ কান্তি গায়েন সোসাইটির বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ওপর প্রতিবেদন পেশ করেন এবং বিস্তারিত আলোচনার জন্য উপস্থিত সকল সদস্যকে অনুরোধ জানান। সোসাইটির অর্থনৈতিক প্রতিবেদন পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ এসএম আবুল কালাম আজাদ। কার্যনিবাহী কমিটির সদস্য মোসাম্মত নাজমা খাতুন 'কোয়ালিটি অব সুপারভিশন' শীর্ষক একটি ওয়ার্কশপ পরিচালনা করেন এবং কার্যনির্বাহী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব কামরুজ্জামান মজুমদার সোসাইটির একটি নতুন লোগো উত্থাপন করেন যা উপস্থিত সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে গৃহীত হয়। নির্বাচনী অধিবেশনটি রুদ্ধদ্বারে কেবলমাত্র সাধারণ সদস্যগণের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয়। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান মনোবিজ্ঞানী জনাব ড. সাইফুদ্দিন নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নির্বাচনী অধিবেশনটি পরিচালনা করেন; তাঁকে সহযোগিতা করেন এ্যাসিসট্যান্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট অরুন্থিয়া জাইদি । সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়াই নির্বাচিত হন। বাকি পদগুলোর জন্য গোপন ব্যালট অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ সভায় নির্বাচিত ১১ সদস্যবিশিষ্ট ৭ম কার্যনির্বাহী কমিটিটি নিচে উল্লেখিত হলো:

১) সভাপতি - কামাল উদ্দিন আহমেদ চৌধূরী
২) সহ-সভাপতি - মো. জহির উদ্দিন
৩) কোষাধ্যক্ষ - এসএম আবুল কালাম আজাদ
৪) সাধারণ সম্পাদক - তরুণ কান্তি গায়েন
৫) যুগ্ম সম্পাদক - জোবেদা খাতুন
৬) সাংগঠনিক সম্পাদক - কামরুজ্জামান মজুমদার
৭) সদস্য - প্রফেসর মাহমুদুর রহমান
৮) সদস্য - সালমা পারভীন
৯) সদস্য - মোসাম্মত নাজমা খাতুন
১০) সদস্য - শাহনুর হোসেন
১১) সদস্য - সাবিহা জাহান

উল্লেখ্য, বিগত ১৪ মে ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটির ৮ম দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার সকল প্রস্তুতি আমরা সম্পন্ন করেছিলাম। কিন্তু, ১৩ মে ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. আনিসুর রহমানের অকাল প্রয়াণে আমরা দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভার অনুষ্ঠান স্থগিত করি। পরবর্তীতে ৫ আগস্ট ২০১৬ তারিখে এটি অনুষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত হয়।

বর্তমান কার্যনির্বাহী কমিটির প্রথম ও শেষ সভা

বর্তমান কার্যনির্বাহী কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৮ মার্চ ২০১৪ তারিখে। সভায় কমিটির সকল সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সভার প্রধান এজেন্ডা ছিল আসন্ন ৪র্থ সায়েন্টিক কনফারেন্স-এর সুষ্ঠু আয়োজন। এছাড়াও বাৎসরিক কর্ম পরিকল্পনা, বাজেট, সোসাইটির রেজিস্ট্রেশন এবং সদস্যদের লাইসেন্সিং, সোসাইটির সেক্রেটারিয়েট, সদ্যসমাপ্ত দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভা নিয়ে পর্যালোচনা এবং পেশাসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়। সভায় আসন্ন সায়েন্টিফিক কনফারেন্স প্রস্তুতি মিটিং-এর তারিখ (২৭ মার্চ বেলা ২.৩০) নির্ধারণ করা হয়, বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনার জন্য মে মাসের শেষ সপ্তাহে একটি অর্ধবেলার ওয়ার্কশপ আয়োজন করার সিদ্ধান্ত হয়, দুই মাসের মধ্যে সোসাইটির সেক্রেটারিয়েট স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়, লাইসেন্সিং-এর জন্য একটি সাবকমিটি গঠন করা হয়, সোসাইটির ফান্ড সংগ্রহের জন্য ২৫-২৭ এপ্রিল ও ৩০ মে-২ জুন যথাক্রমে বেসিক ও এ্যাডভান্স লেভেল কাউন্সেলিং প্রশিক্ষণ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এছাড়াও, জগন্নাথ ইউনিভার্সিটিতে ক্লিনিক্যাল এ্যান্ড কাউন্সেলিং সাইকোলজি বিষয়ে যে মাস্টার্স কোর্সটি চালু করা হয়েছে সে বিষয়ে সোসাইটির পরবর্তী করণীয় বিষয়েও আলোচনা হয়।

বর্তমান কার্যনির্বাহী কমিটির শেষ সভা অনুষ্ঠিত হয় ২ আগস্ট ২০১৬ তারিখে। সোসাইটির সভাপতিসহ মোট ৭জন সদস্য সভায় উপস্থিত ছিলেন। ৬ আগস্ট অনুষ্ঠিতব্য দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভার সার্বিক প্রস্তুতির পর্যালোচনা ছিল এই সভার মূল আলোচ্য। সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভায় নতুন কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচনকল্পে অনুষ্ঠেয় নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করার জন্য নির্ধারিত নমিনেশন ফর্ম সভার দিন দুপুর ১টা পর্যন্ত জমা নেয়া হবে। দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভায় ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি পরিবার ছাড়াও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য বাংলাদেশ মনোবিজ্ঞান সমিতি ও কাউন্সেলিং সাইকোলজি সমিতির নেতৃবৃন্দ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের বর্তমান চেয়ারপার্সনকে নিমন্ত্রণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এছাড়াও নির্বাচনী অধিবেশনটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রধান নির্বাচন কমিশনার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর পারভিন আক্তারের সহযোগী হিসেবে এ্যাসিসট্যান্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট জীনাত শামস্ ও মেসবাহউদ্দিন-এর নাম প্রস্তাব করা হয়। এই সভায় ৩জন ট্রেইনিকে তাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সোসাইটির ট্রেইনি সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এঁরা হলেন ১৯তম ইনটেকের খাদিজা বেগম এবং ২০তম ইনটেকের আনিকা তাসনিম ও সামান্থা ইসলাম।

বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটির কার্যক্রম (৭ মার্চ ২০১৪ - ৫আগষ্ট ২০১৬)

বর্তমান কার্যনিবাহী কমিটি সোসাইটির স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান-এর আলোকে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা তৈরি করলেও, তা সবসময় হুবহু অনুসরণ করতে সক্ষম হয়নি। যদিও সারা বছরব্যাপী কমিটির সদস্যগণ মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক কোন না কোন কাজে ব্যস্ত ছিলেন এবং বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার অনেক গুরুত্বপূর্ণ টাস্ক সম্পন্ন করেছেন, কিন্তু অনেক কাজই অসমাপ্ত রয়ে গেছে। যা হোক, ৭ মার্চ ডিসেম্বর ২০১৪-এ সোসাইটির শেষ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে, ২০১৬ সালের ৫আগষ্ট পর্যন্ত বর্তমান কমিটির নেতৃত্বে বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটি বিভিন্ন ধরনের গুরুত্ববহ কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। উল্লেখ্য, এসময়কালে সোসাইটির অধিকাংশ কার্যক্রম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগ ও নাসিরুল্লাহ সাইকোথেরাপি ইউনিটের সাথে যৌথভাবে পরিচালিত হয়েছে। সকল কর্মকাণ্ডই ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের ট্রেইনিদের অক্লান্ত পরিশ্রমের কারণে সফল হয়েছে।

এজন্য এই রিপোর্টের শুরুতেই এসময় কালের বিভাগীয় চেয়ারম্যানগণ জনাব এসএম আবুল কালাম আজাদ, ড. কামরুজ্জামান মজুমদার সহ সকল শিক্ষকবৃন্দ, অফিস সহকারীগণ এবং নাসিরুল্লাহ সাইকোথেরাপি ইউনিটের পরিচালক জনাব কামাল উদ্দিন আহমেদ চৌধূরী, কো-অর্ডিনেটর সাবিহা জাহান, প্রোগ্রাম অফিসার সাইদুল ইসলাম রাসেল, অফিস সহকারী মো. মাসুদুর রহমানসহ অন্যান্য সকলের প্রতি বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি কার্যনির্বাহী কমিটির পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, যদিও বাস্তব কারণেই সক্রিয় সকল ট্রেইনির নাম প্রতিটি কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি।

নিচে ২০১৪-২০১৬ সময়কালে সোসাইটিকৃত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কার্যক্রম ও কর্মসূচি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি কাউন্সিল এ্যাক্ট ২০১৬

এসময়কালে সোসাইটির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্মোদ্যোগ হচ্ছে বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি কাউন্সিল এ্যাক্ট ২০১৬-এর খসড়া প্রস্তুত করা। সোসাইটির সাধারণ সদস্যগণের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন হচ্ছে বাংলাদেশে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি পেশাটি যেন সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টরা যেন লাইসেন্সধারী হন এবং বাংলাদেশ মেডিকেল কাউন্সিলের ন্যায় কোন আইনি সংস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন। সোসাইটির স্ট্রাজেটিক প্ল্যানিং-এর সূত্র ধরে ১৮ মার্চ ২০১৪-এ ৭ম নির্বাহী কমিটির প্রথম মিটিং-এ একটি ৭ সদস্য বিশিষ্ট লাইন্সেসিং সাবকমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির আহ্বায়ক হন জনাব মোহাম্মদ জহিরউদ্দিন এবং সদস্যরা হচ্ছেন প্রফেসর ড. মাহমুদুর রহমান, জনাব কামাল উদ্দিন আহমেদ চৌধূরী, জনাব কামরুজ্জামান মজুমদার, নাজমা খাতুন, জনাব শাহনুর হোসেন, এবং তরুণ কান্তি গায়েন। শুরুতে এই কমিটি একাধিক পরিকল্পনা সভায় মিলিত হন এবং কীভাবে কাজটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সে বিষয়ে ব্যাপক মতামত বিনিময় করেন। এক্ষেত্রে বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলোতে কী আছে সে বিষয়েও খোঁজখবর করা হয়। প্রস্তাবিত নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার কাঠামো কীরকম হওয়া উচিত সেবিষয়ে কমিটির সদস্যগণের মধ্যে ব্যাপক মতপার্থক্য দেখা দেয়। যে যে প্রধান ইস্যুতে আলোচনা চলতে থাকে তা হচ্ছে: সংস্থাটি কোন মন্ত্রণালয়ের অধীনে সংবিধিবদ্ধ হবে --স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় নাকি শিক্ষা মন্ত্রণালয়? সংস্থাটি কি এককভাবে শুধুমাত্র ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টদের নিয়ে গঠিত হওয়া উচিত নাকি যুক্তরাজ্যের মতো অপরাপর এ্যালাইড হেলথ ও মেন্টাল হেলথ প্রফেশনালদেরও এতে যুক্ত করা উচিত? দুই পক্ষই শক্ত যুক্তির অবতারণা করেন। শেষ পর্যন্ত কমিটির সদস্যগণ মতপার্থক্য কমিয়ে আপাতত একমত হন যে, শুরুতে শুধুমাত্র ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টদের নিয়েই সংস্থাটি প্রস্তাব করা যেতে পারে। কারণ, বাংলাদেশের অন্যান্য এ্যালাইড মেন্টাল হেলথ প্রফেশনালদের যুক্ত করে এই কাজ করতে গেলে জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রিতার শিকার হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। পরবর্তীতে সরকার যদি মনে করেন যে এই সংস্থার সাথে অন্যান্য পেশাজীবীদেরও যুক্ত হওয়া উচিত, তখন পরিস্থিতি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে। জনাব জহিরউদ্দীন প্রস্তাব করেন যে, বিএমডিসি কাউন্সিল এ্যাক্ট-কে অনুসরণ করে একটি খসড়া এ্যাক্ট প্রস্তুত করা যেতে পারে, যা পরবর্তীতে একাধিক ওয়ার্কশপের মাধ্যমে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টসহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের মতামত ও ফিডব্যাক যুক্ত করে পূর্ণাঙ্গ রূপ পেতে পারে।

সেইমতো জনাব জহিরউদ্দীন অক্লান্ত পরিশ্রম করে একটি বাংলা খসড়া প্রস্তুত করেন। এই দলিলটি যাতে সোসাইটির সদস্যগণ একান্তই নিজেদের সম্পদ মনে করেন সে লক্ষ্যে ঢাকা ও ঢাকার বাইরে অনুষ্ঠিত মোট ৬টি কর্মশালার মাধ্যমে এটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ খসড়ায় উন্নীত করা হয়। ক্লিনিক্যাল সাইকোলজির বাইরে অন্যান্য সরকারি, বেসরকারি, একাডেমিক, এনজিও, ও সিভিল সোসাইটির স্টেকহোল্ডারগণের মতামত গ্রহণের জন্য খসড়াটি তাদের সামনে তিনবার সেমিনার ও কনসালট্যান্সি মিটিং-এর মাধ্যমে উত্থাপন করা হয়।

প্রথম সেমিনারটির আয়োজন করা হয়েছিল দেশের মানসিক স্বাস্থ্যসেবার বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের মনে বিসিপিএস কর্তৃক প্রস্তাবিত ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি কাউন্সিল এ্যাক্ট কী প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারে তা অনুধাবন করার জন্য। বিশ্বমানসিক স্বাস্থ্য দিবস ২০১৪-এর দুদিনব্যাপী কর্মসূচির দ্বিতীয় দিনে অর্থাৎ ১৩ নভেম্বর 'মেইন্টেইনিং কোয়ালিটি ইন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি' শীর্ষক একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এই সেমিনারেই প্রস্তাবিত এ্যাক্টের সংক্ষিপ্ত খসড়া এবং আরও দুটি সাপোর্টিং ডকুমেন্ট উপস্থাপন করা হয়। আমন্ত্রিত অতিথিগণ এজাতীয় একটি এ্যাক্টের প্রয়োজনীয়তার পক্ষে জোরালো মত প্রকাশ করেন, যদিও তারা তাদের স্বস্ব পেশার অবস্থান থেকে মতামত দেন। তবে, এই সেমিনারের অভিজ্ঞতা আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করতে দারুণভাবে সহায়তা করে। এই সেমিনারের বিস্তারিত বিবরণ বিশ্বমানসিক স্বাস্থ্য দিবস ২০১৪-এর অংশে বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয় ২০১৪-এর ২৯ ডিসেম্বর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরসি মজুমদার মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এই সেমিনারে বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি কাউন্সিল এ্যাক্ট-২০১৪ শিরোনামে মূল বিষয়ের উপস্থাপনা করেন বিসিপিএস-এর সহসভাপতি জনাব জহির উদ্দিন এবং সভাপতিত্ব করেন সোসাইটির প্রেসিডেন্ট জনাব কামাল উদ্দিন আহমেদ চৌধূরী। বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের প্রফেসর ড. মো মাহমুদুর রহমান ও একই বিভাগের চেয়ারম্যান জনাব আবুল কালাম আজাদ। আমন্ত্রিত বিশেষ অতিথিবৃন্দের মধ্যে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন অনুষদের মাননীয় ডীন প্রফেসর ড. ইসমাইল খান, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাইকিয়াট্রিস্ট-এর প্রেসিডেন্ট ডা. গোলাম রব্বানী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব জনাব হাবিবুর রহমান খান এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা নিরসনে মাল্টি-সেক্টরাল প্রোগ্রামের প্রকল্প পরিচালক ড. আবুল হোসেন। এছাড়াও বিভিন্ন এনজিও এবং সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধিগণ সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। মাননীয় অতিথিগণ এজাতীয় একটি এ্যাক্ট-এর প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সেমিনারটি পরিচালনা করেন সোসাইটির জেনারেল সেক্রেটারি তরুণ কান্তি গায়েন। এই সেমিনারে সর্বমোট ৬৮জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন, এর মধ্যে ২২জন ছিলেন সোসাইটির সাধারণ সদস্য।

পরবর্তী কনসালট্যান্সি মিটিংটি অনুষ্ঠিত হয় ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের নাসিরুল্লাহ ফাউন্ডেশন সেমিনার কক্ষে। সারাদিনব্যাপী এই কর্মসূচিতে মোট ৭২জন ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেন। এদের মধ্যে ২৭জন ছিলেন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট। এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের জন্য তারা ১০০/৫০ টাকা ফিস দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করেন। ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট, এ্যাসিসট্যান্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট ও ক্লিনিক্যাল সাইকোলজির ট্রেইনিদের পাশাপাশি, এতে অংশ নেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপিকা ড. মাহবুবা কানিজ কেয়া, এসিড সারভাইভারস্ ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক সেলিনা আহমেদ, পাবনা মানসিক হাসপাতালের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট জনাব মেসবাউল ইসলাম প্রমুখ।

সেমিনার ও কনসালট্যান্সি মিটিং-এ প্রদত্ত মতামত ও ধারণাসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় প্রস্তাব ও ধারণা এ্যাক্টের খসড়ায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সোসাইটির একাধিক সদস্য খসড়াটিকে চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার জন্য কয়েক মাস ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। এর মধ্যে ২০১৫-তে সিলেটের কমলগঞ্জে দুদিনব্যাপী (৫-৬ ডিসেম্বর) নিবিড় ওয়ার্কশপের মাধ্যমে খসড়াটিকে প্রায় পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়া হয়। এই ওয়ার্কশপে ১৭জন সাধারণ সদস্য এবং ১জন এ্যাফিলিয়েটেড সদস্য অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে ২০১৬-তে ৪টি ওয়ার্কশপের মাধ্যমে খসড়াটির সংযোজন- বিযোজনসহ আরও পরিমার্জনা করা হয়। এই ওয়ার্কশপগুলোতে গড়ে ১৫জন করে সদস্য অংশগ্রহণ করেছেন। খসড়া প্রস্তুতির শেষ পর্যায়ে সোসাইটির জেনারেল সেক্রেটারি এটিকে আরও একবার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করেন। এই কর্মযজ্ঞে যারাই পরিশ্রম করেছেন তারা সকলেই ধন্যবাদার্হ; তবে

এদের মধ্যে আহ্বায়ক ও মূল খসড়া প্রস্তুতকারী জনাব জহীর উদ্দিনের পাশাপাশি, জনাব কামরুজ্জামান মজুমদার, সাবিহা জাহান, হুসনে আরা, রুমা খন্দকার, শাহনুর হোসেন ও নাজমা খাতুনের নাম বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। কাউন্সিল এ্যাক্টের খসড়া প্রস্তুতের এই শ্রমসাধ্য কর্মপ্রয়াসের মূল প্রেরণাদাতা ও সংগঠক হিসেবে বিসিপিএস অবশ্যই সোসাইটির বতমান সহসভাপতি জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইন্সটিটিউটের সহকারী অধ্যাপক জনাব জহীরউদ্দিনের অবদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করবে। এই দীর্ঘ চলমান কর্মপ্রয়াসের আলোচনায় আরও একটি নাম উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় -- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা নিরসনে মাল্টি-সেক্টরাল প্রোগ্রামের প্রকল্প পরিচালক ড. আবুল হোসেন। এই সজ্জন ও কর্মযোগী ব্যক্তির পরামর্শ ও গাইডেন্স আমাদের এমন একটি জটিল, শ্রমসাধ্য ও সময়সাধ্য কর্মপ্রয়াসের সূচনা করতে সাহস ও প্রেরণা যুগিয়েছে।

এ প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগএবং ব্রিটেন-ভিত্তিক নাসিরুল্লাহ ট্রাস্ট ফান্ডের চলমান প্রকল্প, নাসিরুল্লাহ সাইকোথেরাপি ইউনিটের অবদানকেও স্মরণ করা একান্ত প্রয়োজন। এ্যাক্টের খসড়া প্রস্তুত, একাধিক কর্মশালা, সেমিনার ও কনসালট্যান্সি মিটিং আয়োজন প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট সেক্রেটারিয়্যাল সাপোর্ট ও খরচের যোগান দিয়েছে নাসিরুল্লাহ সাইকোথেরাপি ইউনিট। প্রকৃতপক্ষে বিসিপিএস-এর অনুরোধক্রমে নাসিরুল্লাহ সাইকোথেরাপি ইউনিট বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি কাউন্সিল এ্যাক্টকে বাস্তবে রূপদানের লক্ষ্যে একটি থোক বরাদ্দ প্রদান করেছেন। এ ব্যাপারে ট্রাস্ট ফাণ্ডের অন্যতম পরিচালক, বিসিপিএস-এর আজীবন সদস্য ড. গ্রাহাম পাওয়েল-এর ইতিবাচক ভূমিকা আমরা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করতে চাই।

বর্তমানে প্রস্তাবিত এ্যাক্টের খসড়াটি একজন অভিজ্ঞ আইনজীবীর দ্বারা আইনি ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে এবং এখন কার্যনির্বাহী কমিটির কতিপয় দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য চূড়ান্ত সম্পাদনা করছেন। আশা করা যায়, সামনের একমাসের মধ্যে খসড়াটি প্রস্তুত হলে এটিকে আমরা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে পেশ করতে পারব। এর পরের পর্বটি অবশ্যই লম্বা হবে, তবে সোসাইটির সদস্যদের ধৈর্য, সহযোগিতা এবং সরকারের সদয় বিবেচনায় নিশ্চয়ই একদিন বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি কাউন্সিল এ্যাক্ট ও কাউন্সিল গঠিত হবে।

ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট-এর পদ সৃজন

বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি প্রফেসর আনিসুর রহমান ও এতদকাজে সংশ্লিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যগণের বিগত কয়েক বছরের অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য কাঠামোতে পেশাজীবী হিসেবে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টদের পদ সৃষ্টির মাধ্যমে দেশে এ পেশার স্বীকৃতির ইতিহাস রচিত হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন ১২টি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ৫টি বিশেষায়িত হাসপাতাল এবং ১০টি মেডিকেল কলেজে মানসিক বিভাগের জন্য ক্লিনিক্যাল সাইকোলজির সহযোগী ও সহকারী অধ্যাপকসহ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট-এর মোট ৩১টি পদ সৃজিত হয়েছে। বর্তমানে ফাইলটি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে 'জব সার্কুলার'-এর জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে। আশা করা যায় অচিরেই জব সার্কুলার হবে। তবে সরকারি মন্ত্রণালয়গুলোর দীর্ঘসূত্রীতার কারণে চাকুরি-প্রত্যাশী ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টগণের মধ্যে সম্প্রতি বিরাজমান হতাশা মোটেই অযৌক্তিক নয়। বিসিপিএস-এর পরবর্তী কার্যনির্বাহী কমিটি সাম্প্রতিক অচলাবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য অবশ্যই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলে আশা করা যায়।

চতুর্থ বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি কনফারেন্স

এসময়কালে সোসাইটির অন্যতম কর্মকাণ্ড হচ্ছে ৪র্থ বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি কনফারেন্স-এর সফল আয়োজন। 'মেন্টাল হেলথ গ্যাপ ইন বাংলাদেশ: রিসোর্সেস এ্যান্ড রেসপন্স,' এই থিমের ওপর ২০১৪-র ১৯-২২ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে একটি উৎসবমুখর পরিবেশে দেশি-বিদেশি মনোবিজ্ঞানী ও চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানীদের অপূর্ব সমাবেশ এই সায়েন্টিফিক কনফারেন্সটিকে স্মরণীয় করে রেখেছে। চার দিনের কনফারেন্সে মোট ৫৬টি সায়েন্টেফিক পেপার পড়া হয় ও ৯টি পোস্টার উপস্থাপন করা হয়। এছাড়াও ছিল দুটি সিম্পোজিয়া এবং একটি প্লেনারি। পেপারগুলোকে মোট ১১টি থিমে ভাগ করা হয়। থিমগুলো হচ্ছে: স্টিগমাযুক্ত জনগোষ্ঠীর মানসিক স্বাস্থ্য, মানসিক স্বাস্থ্য নীতি এবং চর্চা, মাদকাসক্তি, ট্রমা, থেরাপি প্রয়োগের এ্যাফিক্যাসি, নারী ও শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য, বয়স্কদের মনোবিজ্ঞান, বৃত্তিগত দুর্ঘটনা, স্নায়ু ও স্বাস্থ্য

মনোবিজ্ঞান, মানসিক স্বাস্থ্য ও কগনিটিভ প্রক্রিয়া, এবং সাইকোমেট্রি। একটি মানসম্পন্ন বুক অব এ্যাবসট্রাকটস্-এ সকল পেপার, প্লেনারি, সিম্পেজিয়াম, পোস্টার ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডের বিবরণ ছাপা হয়। মূল কনফারেন্স-এর আগে ও পরে অর্থাৎ ১৯ ও ২২ তারিখে দেশি ও বিদেশি মনোবিজ্ঞানী ও চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানীগণ মোট ৮টি ওয়ার্কশপ আয়োজন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিতি ছিলেন ৪৫০ জন। সায়েন্টিফিক সেশনে অংশগ্রহণ করার জন্য রেজিস্ট্রেশন করেন মোট ১৮৯ জন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় অধ্যাপক ডা. এম আর খান এবং সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. আআমস আরেফিন সিদ্দিক। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরে প্রথম সেশনে দুটি কী-নোট পঠিত হয়। ইউকে-র শেফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গ্রাহাম টারপিন পাঠ করেন 'আ গ্লোবাল পারসপেকটিভ অন মিটিং দ্য ট্রিটমেন্ট গ্যাপ ইন মেন্টাল হেলথ: দ্য রোল অব ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি।' এবং ড. গ্রাহাম পাওয়েল পাঠ করেন 'আ ব্রিফ হিস্ট্রি অব এ্যাসট্যাবলিশিং এ্যান্ড সাসটেইনিং ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি ইন বাংলাদেশ।' এই দুটি পেপার পাঠের মধ্য দিয়ে কনফারেন্সের থিমকে আরও প্রাসঙ্গিক করে তোলা হয়। গ্রাহাম পাওয়েল-এর পাঠ শেষে পেপারটির অন্যতম রচয়িতা অধ্যাপক আনিসুর রহমান তাঁর কিছু আপত্তি গ্রাহাম পাওয়েল-এর উদ্দেশে ব্যক্ত করেন এবং গ্রাহাম পাওয়েলও তার জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেন।

প্রথম সিম্পোজিয়ামের শিরোনাম ছিল 'রিভিজিটিং রানা প্লাজা।' বাংলাদেশি গবেষকদের মোট তিনটি পেপার ও শ্রীলঙ্কার একজন গবেষকের ১টি পেপারের মাধ্যমে রানা প্লাজার ভিকটিমদের ঘটনা-পরবর্তী মানসিক পরিস্থিতি, মনোবৈজ্ঞানিক সার্ভিসের আউটকাম এবং সার্ভিস গ্যাপকে তুলে ধরা হয়। এ অংশের সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক এ এস এম মাকসুদ কামাল। দ্বিতীয় সিম্পোজিয়ামের শিরোনাম ছিল 'মেন্টাল হেলথ ট্রিটমেন্ট গ্যাপ।' চারটি পাওয়ারপয়েন্ট উপস্থাপনার মাধ্যমে 'ইনোভেটিভ আইডিয়াস টু ক্লোজ দ্য ট্রিটমেন্ট গ্যাপ ইন মেন্টাল হেলথ: আ স্ট্র্যাটেজি ফর ফিউচার' -- এই থিমটিকে প্রতিপন্ন করা হয়। উপস্থাপনা করেন গ্রাহাম টারপিন, গ্রাহাম পাওয়েল, কামালউদ্দিন আহমেদ চৌধূরী এবং তরুণ কান্তি গায়েন।

একমাত্র প্লেনারি সেশনটির শিরোনাম ছিল 'লাইসেন্সিং অব মেন্টাল হেলথ প্রফেশনালস্ ইন বাংলাদেশ।' জহীর উদ্দিন, তরুণ কান্তি গায়েন, মো কামরুজ্জামান মজুমদার ও মোসাম্মৎ নাজমা খাতুন বিষয়টি উপস্থাপন করেন। দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞগণ লাইসেন্সিং-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন জটিলতা ও কর্তব্য বিষয়ে আলোচনা করেন।

সায়েন্টিফিক সেশনগুলো থিমকে প্রতিপন্ন করে এমন পেপার দিয়ে সাজানো হয়। এসব সেশনে শ্রোতার উপস্থিতি ছিল উৎসাহব্যঞ্জক। এবারই প্রথম উত্থাপিত গবেষণাগুলোকে বিচারকদের দ্বারা মূল্যায়ন করে ৩টি সেরা পেপার বেছে নেয়া হয়। যে তিনটি গবেষণা সেরা হিসেবে মূল্যায়িত হয় সেগুলো হচ্ছে: (১) এক্সপেকটেশন এ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স অব পোস্ট-কনকাসন সিম্পটমস্ ইন বাংলাদেশ। গবেষক: শাহানুর হোসেইন, নাজমা খাতুন, কামাল ইউ এ চৌধূরী, গ্রাহাম ই পাওয়েল, নাইজেল ওয়ালটন এ্যান্ড রেনি ম্যাককারটার; (২) কগনেটিভ ইমোশন রেগুলেশন কোশ্চেনিয়ার (সিইআরকিউ) বেঙ্গলি ভার্সান: ট্রান্সলেশন, এ্যাডাপটেশন এ্যান্ড ভেলিডেশন। গবেষক: সামিউল হোসেইন, নাদিয়া গারনেফস্কি এ্যান্ড ভিভিয়ান ক্রেইজ। (৩) আন্ডারস্ট্যান্ডিং সাইকোলজিক্যাল কনসিকোয়েন্সেস অব এ্যাটেন্ডিং বার্ন পেশেন্টস অন ডক্টরস্ অব বার্ন ইউনিট অব ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বার্ন এ্যান্ড প্ল্যাস্টিক সার্জারি এট ঢাকা মেডিকেল কলেজ এ্যান্ড হসপিটাল। গবেষক: তরুণ কান্তি গায়েন, কানিজ ফাতেমা, মোহাম্মদ মাহমুদুর রহমান ও সাজ্জাদ খোন্দকার।

চতুর্থ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সায়েন্টিফিক কনফারেন্স বাংলাদেশের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজির বিকাশের ইতিহাসে একটি সফল মাইলফলক -- এটি গবেষক, সংগঠক ও স্বপ্নদেখা-ও-দেখানোর পেশাজীবী হিসেবে আমাদের আত্মবিশ্বাসকে দৃঢ়তর করেছে।

বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস উদযাপন

এ সময়কালে আমরা দুটি বিশ্বমানসিক স্বাস্থ্য দিবস (২০১৪ ও ২০১৫) পালন করি। প্রতিবারের ন্যায় এবারেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগ এবং নাসিরুল্লাহ সাইকোথেরাপি ইউনিট-এর সাথে যৌথভাবে দিবসটি আয়োজন করা হয়।

বিশ্বমানসিক স্বাস্থ্য দিবস ২০১৪

বিশ্বমানসিক স্বাস্থ্য দিবস ২০১৪ পালিত হয় ১২ ও ১৩ নভেম্বর। মানসিক স্বাস্থ্য দিবসের কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল একটি উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রদর্শনী, বিভিন্ন মানসিক স্বাস্থ্য ইস্যুর ওপর ওয়র্কশপ, 'মেইন্টেইনিং কোয়ালিটি ইন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি' শিরেনামে একটি সেমিনার, এবং 'নো দাইসেলফ এ্যান্ড বি হেলদি' শিরোনামে একটি গোলটেবিল বৈঠক। দিবসটির উদ্বোধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক আআমস আরেফিন সিদ্দিক। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে টিএসসি থেকে সমাজবিদ্যা অনুষদের প্রফেসর মোজাফ্ফর হোসেন মিলনায়তনে স্থানান্তর করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর আআমস আরেফিন সিদ্দিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন। অনুষ্ঠানে 'সিজোফ্রেনিয়ার সাথে বসবাস' - শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন তরুণ কান্তি গায়েন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রায় ২০০জন উপস্থিত ছিলেন।

যে যে বিষয়ে ওয়ার্কশপগুলো হয় তা হচ্ছে: প্রাকৃতিক উপায়ে মাদকাসক্তি থেকে মুক্তি, সিজোফ্রেনিয়ার মনোবৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা, ক্লিনিক্যাল নিউরোসাইকোলজি, হিপনোসিসের মাধ্যমে রোগ নিরাময়, রাগ নিয়ন্ত্রণ, প্রজন্মের মধ্যে দ্বন্দ্ব, ভালবাসার সম্পর্কে দ্বন্দ্ব নিরসন, ইতিবাচক সন্তান প্রতিপালন, আত্মহত্যার ঝুঁকির ব্যবস্থাপনা, এবং ইন্টারনেট আসক্তি। ক্লিনিক্যাল ও এ্যাসিসট্যান্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টগণ এই ওয়ার্কশপগুলো পরিচালনা করেন। মোট ৩১০জন ওয়ার্কশপগুলোতে অংশগ্রহণের জন্য রেজিস্ট্রেশন করেন -- এর মধ্যে ১৩৭ ছিলেন সাধারণ নাগরিক এবং ছাত্র ছিলেন ৩১৩জন।

'নো দাইসেলফ এ্যান্ড বি হেলদি' শিরোনামের গোলটেবিল বৈঠকটি মডারেট করেন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মাহমুদুর রহমান এবং সহকারী অধ্যাপক মো. শাহনুর হোসেন। বিদগ্ধ আলোচকবৃন্দও বিষয়টিতে নানা দিক থেকে আলোকপাত করেন।

দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ১৩ নভেম্বর 'মেইনটেইনিং কোয়ালিটি ইন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি' শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এতে উপর্যুক্ত শিরোনামের মূল প্রবন্ধটি উপস্থাপন করেন সোসাইটির সহসভাপতি ও জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সহকারী অধ্যাপক জনাব মোহাম্মদ জহীর উদ্দিন আহমেদ। এর পর 'ইথিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড ইন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি' শিরোনামে একটি ডকুমেন্ট উপস্থাপন করেন সহযোগী অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কামরুজ্জামান মজুমদার। মো শাহনুর হোসেন উপস্থাপন করেন দুটি ডকুমেন্ট -- 'মিনিমাম স্ট্যান্ডার্ড অব কোর্স কারিকুলাম ইন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি' এবং 'গাইডলাইন অন কনটিনিউআস প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট।' এরপর আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ তাদের নিজ নিজ মতামত তুলে ধরেন। এঁরা হলেন বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাইকিয়াট্রিস্টের সভাপতি অধ্যাপক ড. মো গোলাম রব্বানী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এডুকেশন এ্যান্ড কাউন্সেলিং বিভাগের অধ্যাপক শাহীন ইসলাম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মাহবুবা কানিজ কেয়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব স্যোশাল ওয়েলফেয়ারের অধ্যাপক তাহমীনা আখতার, এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ইনজুরি এ্যান্ড ডিসএবিলিটি বিষয়ের ন্যাশনাল কনসালট্যান্ট ডা. মুনিরুজ্জামান। ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বা সাইকোলজি সার্ভিস বিষয়ক পেশার মান নিশ্চিত করার জন্য একটি কাউন্সিল গঠনের প্রয়োজনীয়তা অধিকাংশ বক্তার আলোচনায় ব্যক্ত হয়েছে, এবং সোসাইটির এই উদ্যোগকে তারা স্বাগতও জানিয়েছেন, তবে তাদের কারো কারো মতে অন্যান্য এ্যালাইড হেলথ প্রফেশনালদের নিয়ে একটি কাউন্সিল গঠনই যুক্তিসম্মত হবে। সোসাইটির পক্ষে অধ্যাপক ড. মো মাহমুদুর রহমান, তানজির আহমেদ তুষার এবং তরুণ কান্তি গায়েন আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারটি সঞ্চালন করেন সোসাইটির সভাপতি জনাব কামাল উদ্দিন আহমেদ চৌধূরী।

বিশ্বমানসিক স্বাস্থ্য দিবস ২০১৫

২০১৫-এর মানসিক স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষ্যে একাধিক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এগুলো হচ্ছে: ঢাকা প্রেস ক্লাবের সামনে একটি মানববন্ধন, মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রদর্শনী এবং ওয়ার্কশপ, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য রচনা প্রতিযোগিতা এবং 'মানসিক স্বাস্থ্যে মর্যাদা' শীর্ষক একটি সেমিনার। ২০১৫-র মানসিক স্বাস্থ্য দিবসটি দুটি পর্যায়ে উদযাপিত হয়। যেহেতু দুটি পর্যায়ে উদযাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, তাই প্রথমটির কলেবর সংক্ষিপ্ত রাখা হয়। প্রথম পর্যায়ের অর্থাৎ ১০ অক্টোবরের কর্মসূচির ভেতর ছিল সকাল ১০টায় ঢাকা প্রেস ক্লাবের সামনে মানসিক স্বাস্থ্য অধিকার-এর ওপর ফেস্টুন ও ব্যানার সহকারে একটি মানববন্ধন যেখানে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি পরিবার এবং এর শুভানুধ্যায়ীসহ ৭২জন অংশগ্রহণ করেন। সকাল ১০টায় টিএসসি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক বিশেষ সেমিনার --'মানসিক স্বাস্থ্যে মর্যাদা।' সেমিনারে মোট ২৮০জন অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক ৪টি ওয়ার্কশপও পরিচালিত হয়। ওয়ার্কশপগুলোর বিষয় ছিল রাগ নিয়ন্ত্রণ, বৈবাহিক দ্বন্দ্ব, রোম্যান্টিক সম্পর্কে দ্বন্দ্ব এবং কিশোর-কিশোরীদের আবেগীয় সমস্যা। ওয়ার্কশপগুলোতে সর্বমোট ১৯২জন রেজিস্ট্রেশন করেন। পাশাপাশি, একই দিনে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রদর্শনীতেও বরাবরের ন্যায় যথেষ্ট মানুষের

সমাগম হয়। খুব অল্প সময়ের প্রস্তুতিতে এই কর্মসূচিটি সংগঠিত হয়। সোসাইটির জয়েন্ট সেক্রেটারি ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জোবেদা খাতুন এবং সোসাইটির নির্বাহী কমিটির সদস্য ও ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব শাহনুর হোসেইন এই অনুষ্ঠান আয়োজনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন।

২৭ অক্টোবর দিবসটির দ্বিতীয় পর্যায় উদযাপিত হয়। সোসাইটির প্রাক্তন সভাপতি প্রফেসর আনিসুর রহমানের একান্ত আগ্রহে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জনাব নাসিম এমপিকে প্রধান অতিথি হিসেবে চিন্তা করে এদিনের কর্মসূচিটি সাজানো হয়। এই কর্মসূচিটি দুভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথম অংশে প্রফেসর মুহাম্মদ মাহমুদুর রহমানের সঞ্চালনায় 'বাংলাদেশে মানসিক স্বাস্থ্য কমসূচি -- মাঠপর্যায়ের অভিজ্ঞতা' শীর্ষক মতবিনিময় সভায় মাঠপর্যায়ের বিভিন্ন এনজিও, স্বেচ্ছসেবী প্রতিষ্ঠান এবং মানসিক স্বাস্থ্য পেশাজীবী ও সেবাভোগীগণের অভিজ্ঞতাকে একত্র করা হয়। পরবর্তী অংশে অনুষ্ঠিত হয় 'মানসিক স্বাস্থ্যে মর্যাদাবোধ' শীর্ষক সেমিনার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য জনাব আআমস আরেফিন সিদ্দিক-এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি মাননীয় মন্ত্রী ছাড়াও বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. শহীদ আখতার হোসেন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. দীন মোহম্মদ নূরুল হক, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের পরিচালক ডা. এমএ হামিদ এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ন্যাশনাল প্রোফেসনাল ডা. মোহম্মদ মোস্তফা জামান। ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটির সদস্যদের পাশাপাশি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন মানসিক স্বাস্থ্য সেবার বিভিন্ন পর্যায়ের পেশাজীবী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগ ও এডুকেশনাল এ্যান্ড কাউন্সেলিং সাইকোলজি বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ, বিভিন্ন এনজিও ও সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি, মানসিক স্বাস্থ্যসেবাগ্রহীতাগণ, বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দসহ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজির বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার। সর্বমোট উপস্থিত ছিলেন ৩১০জন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের কতিপয় নবীন সাংবাদিকের সাথে একটি ভুল বোঝাবুঝির ঘটনা ব্যতীত এটি ছিল একটি অত্যন্ত সফল কর্মসূচি। মন্ত্রী মহোদয় তাঁর বক্তব্যবে দেশের স্বাস্থ্যসেবায় ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি পেশার গুরুত্ব অনুধাবন করার পাশাপাশি ঘোষণা করেন যে, প্রতিটি সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে অবিলম্বে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সেবার অন্তর্ভুক্তিকে তার মন্ত্রণালয় গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবে।

এই অনুষ্ঠানটিকে উপলক্ষ করে একটি স্যুভেনির এবং বিসিপিএস, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগ ও ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সার্ভিসের পরিচিতিমূলক দুটি লিফলেট ছাপানো হয়। এই প্রকাশনার সম্পাদনা ও সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. ফারাহ দীবা।

অনুষ্ঠানটি সফলভাবে সংগঠনের জন্য ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের তৎকালীন চেয়ারম্যান জনাব আবুল কালাম আজাদ, সহকারী অধ্যাপক জনাব শাহনুর হোসেইন, সহযোগী অধ্যাপক ড. ফারাহ দীবা, সহকারী অধ্যাপক জোবেদা খাতুন, নাসিরুল্লাহ সাইকোথেরাপি ইউনিটের কোঅর্ডিনেটর সাবিহা জাহানসহ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজির ট্রেইনিগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন।

মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক রচনা প্রতিযোগিতা ছিল ২০১৫-র বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবসের অন্যতম আকর্ষণ। ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. ফারাহ দীবার উদ্যোগে স্কুল থেকে কলেজ পর্যন্ত একটি স্তর এবং এর ওপরের শিক্ষার্থীদের আরেকটি স্তর ধরে দুটি শিরোনামে এই রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। জুনিয়র স্তরের রচনার বিষয় ছিল 'বিষণ্নতা: একটি মানসিক ব্যাধি' এবং সিনিয়র স্তরের বিষয় ছিল 'মানসিক স্বাস্থ্যসমস্যার কারণে জাতীয় অর্থনীতিতে ক্ষতি।' মোট ৬০জন প্রতিযোগী এই প্রতিযোগিতায় অংশ্রগ্রহণ করেন। রচনাগুলো দেখার কাজ শেষ হয়েছে, একটি সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান আয়োজন করে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হবে।

প্রফেসর ড. আনিসুর রহমান স্মরণসভা

বিগত ১৩মে ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. আনিসুর রহমান লোকান্তরিত হন। ২৮ মে ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটি, বাংলাদেশ সাইকোলজি এসোসিয়েশন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের যৌথ উদ্যোগে এই মহতী প্রানের স্মৃতি স্মরণ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটির বিভিন্ন পর্যায়ের সদস্য, প্রফেসর ড. আনিসুর রহমানের পরিবারের সদস্য ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইকোলজি বিভাগের প্রফেসর ড. পারভীন হক, বাংলাদেশ সাইকোলজি এসোসিয়েশনের সহসভাপতি সালাহউদ্দিন আহমেদ, এডুকেশন এ্যান্ড কাউন্সেলিং বিভাগের প্রফেসর ড. শাহীন ইসলাম, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর মো. ফেরদৌস হোসেন, শিক্ষাগবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড.শারমিন হকসহ আরও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ। ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান ড. কামরুজ্জামান মজুমদার, প্রফেসর আনিসুর রহমানের কর্মজীবনের

একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী পাঠ করেন, এছাড়াও ব্রিটিশ সাইকোলজি সোসাইটির প্রাক্তন সভাপতি ড. গ্রাহাম পাওয়েল-এর একটি ই-মেইল বার্তাও পাঠ করা হয়। স্মৃতিচারণ করেন প্রফেসর আনিসুর রহমানের দীর্ঘসময়ের বন্ধু রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর মো. ফেরদৌস হোসেন, তাঁর পরিবারের সদস্যগণ, উপস্থিত শিক্ষক এবং বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ। এছাড়া ঐদিনই বাদ-মাগরীব বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদে প্রফেসর আনিসুর রহমানের আত্মার শান্তি কামনায় একটি মিলাদমাহফিলের আয়োজন করা হয়।

কেয়ার ফর কেয়ার গিভারস কর্মসূচি

২০১৪ সালের ১৫ ও ১৬ ডিসেম্বর ক্লিনিক্যাল ও এ্যাসিসট্যান্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টদের বার্নআউট কমানো এবং আত্ম-উন্নয়নের লক্ষ্যে সোসাইটি নাসিরুল্লাহ সাইকোথেরাপি ইউনিট ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের সাথে যৌথভাবে দুইদিনের এই কর্মসূচির আয়োজন করে। প্রাকৃতিক সৌন্দযের লীলাভূমি সিলেটের কুলাউড়ায় ভ্যেনু নির্ধারণ করা হয়। কর্মসূচির প্রথমদিন ছিল সদস্যদের বার্নআউট বিষয়ক অভিজ্ঞতার শেয়ারিং-ভিত্তিক ওয়ার্কশপ। সদস্যরা তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে তিনটি সমান্তরাল ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেন। ওয়ার্কশপ পরিচালনা করেন যথাক্রমে মোসাম্মৎ নাজমা খাতুন, সদস্য, বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটি ও সহযোগী অধ্যাপক, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; রুমা খোন্দকার, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট; এবং তানজির আহমেদ তুষার, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট ও প্রভাষক, মনোবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। পরের দিন অর্থাৎ ১৬ ডিসেম্বর সদস্যগণ কুলাউড়ার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করেন।

ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিতে ড্রপআউট অনুসন্ধান

এসময়কালে সোসাইটির একটি অন্যতম ভাবনা ও আলোচনার বিষয় হচ্ছে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি ট্রেইনিদের ড্রপআউট প্রবণতা। একটি ক্ষুদ্র সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে, সার্বিক হিসাবে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি ট্রেইনিদের শতকরা ৫১ ভাগ মাস্টার্সের পর এমফিল গবেষণায় আগ্রহী হন না। ড্রপআউট-এর এই হার সাম্প্রতিক ইনটেকগুলোতে আরও উর্দ্ধমুখী হয়েছে। ষোল থেকে উনিশ ইনটেক-এ এই হার শতকরা ৬৭ভাগ। এই প্রবণতার পরিবর্তন না হলে অচিরেই তা ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি পেশার জন্য ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে বলে অনেকেই মনে করেন। একারণে ড্রপআউট বিষয়টির অনুধাবন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগ এবং বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটি উভয়ের জন্য বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। ড্রপআউটের কারণ অনুসন্ধানের জন্য বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগ এবং নাসিরুল্লাহ সাইকোথেরাপি ইউনিট যৌথভাবে 'ড্রপআউট ইন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি: এক্সপ্লোরিং রিজনস্ এ্যান্ড রিমেডিজ' শিরোনামে দুই পর্বের, যথাক্রমে পূর্ণদিবস ও অর্ধদিবসের, একটি ওয়ার্কশপ আয়োজন করে। সোসাইটির জেনারেল সেক্রেটারি তরুণ কান্তি গায়েন ওয়ার্কশপটি ফেসিলিটেট করেন। ১৬ মার্চ ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রথম পর্বে ড্রপআউটের কারণ অনুসন্ধান করা হয়। এবং ২২ মার্চ ২০১৬-এ অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় পর্বে সম্ভাব্য সমাধান-সূত্র খোঁজা হয়। ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টগণ, এ্যাসিসট্যান্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট, এমফিল গবেষক, এবং মাস্টার্স পর্যায়ের ট্রেইনিগণ এই ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেন। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বে যথাক্রমে ৬৫ ও ৪২জন অংশগ্রহণ করেন। ফলাফল হিসেবে ড্রপআউটের বহুমাত্রিক কারণ চিহ্নিত করা সম্ভব হয় এবং একাধিক স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন সমাধানসূত্রও বেরিয়ে আসে। ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের চেয়ারপার্সন ঘোষণা করেন যে, বিভাগ থেকে অচিরেই কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে এবং ওয়ার্কশপের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পাওয়া গেলে বিস্তৃত পদক্ষেপও নেয়া যেতে পারে। এই ওয়ার্কশপটির সফল আয়োজনের ক্ষেত্রে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের চেয়ারপার্সন ড. কামরুজ্জামান মজুমদার এবং সহযোগী অধ্যাপক মোসাম্মৎ নাজমা খাতুন উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেন।

সোসাইটির সায়েন্টেফিক জার্নাল

সোসাইটির নিজস্ব প্রকাশনা হিসেবে একটি নিয়মিত সায়েন্টেফিক জার্নাল প্রকাশ করার স্বপ্ন আমাদের বহুদিনের। এই স্বপ্নের বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৬ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত এক মিটিং-এ নির্বাহী কমিটি এ ব্যাপারে একটি ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রস্তাবিত জার্নালের নামকরণ করা হয় 'বাংলাদেশ জার্নাল অব ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি' এবং এর প্রধান সম্পাদক ও নির্বাহী সম্পাদক হিসেবে যথাক্রমে অধ্যাপক ড. মো মাহমুদুর রহমান এবং সহযোগী অধ্যাপক ড. কামরুজ্জামান মজুমদারকে নির্বাচিত করা হয়। প্রধান সম্পাদক ও নির্বাহী সম্পাদককে এই দায়িত্ব প্রদান করা হয় যে তারা অচিরেই একটি সম্পাদকমণ্ডলী এবং একটি রিভিউ কমিটি প্রস্তাব করবেন। মিটিং-এ জার্নাল প্রকাশের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং দেখা যায় যে

একটি ইস্যু বের করতে কমপক্ষে ১,৬২,০০০/- টাকার প্রয়োজন হবে। সোসাইটিকে অবশ্যই ২ থেকে ৪টি ইস্যুর টাকা হাতে নিয়ে কাজে নামতে হবে বলেও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

৪র্থ এশিয়ান সিবিটি কনফারেন্স

বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটির জন্য অত্যন্ত গর্বের ব্যাপার হচ্ছে ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিতব্য ৪র্থ এশিয়ান সিবিটি কনফারেন্স-এর আসর বসবে ঢাকা শহরে এবং এর মুখ্য আয়োজক নির্বাচিত হয়েছে বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটি। এই গুরুত্বপূর্ণ কনফারেন্সকে ঢাকায় নিয়ে আসতে পারার প্রায় একক কৃতিত্ব পেতে পারেন সোসাইটির নির্বাহী কমিটির সদস্য এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক শাহনুর হোসেইন। এরকম একটি গুরু দায়িত্ব পালনের জন্য আমাদের প্রয়োজন প্রথম শ্রেণীর প্রস্তুতি। সেই লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপিকা ড. ফারাহ্ দীবাকে প্রধান সমন্বয়ক এবং একই বিভাগের সহকারী অধ্যাপক শাহনুর হোসেনকে কনফারেন্স সেক্রেটারি করে একটি কনফারেন্স প্রস্তুতি কমিটি তৈরি করা হয়েছে। ড. ফারাহ্ দীবা ও শাহনুর হোসেন কনফারেন্সের একটি রোড ম্যাপ তৈরির কাজে ব্যস্ত আছেন। ইতিমধ্যে কনফারেন্স-এর তারিখ নিধারিত হয়েছে ২০১৮ সালের ৯-১২ ফেব্রুয়ারি এবং একটি সম্ভাব্য বাজেটও প্রণয়ন করা হয়েছে। কনফারেন্সটি সফলভাবে আয়োজন করতে প্রাথমিক অনুমানে ন্যূনাধিক ৫০ লক্ষ টাকার প্রয়োজন হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। সময়ের তুলনায় প্রস্তুতিতে আমরা কিছুটা পিছিয়ে আছি, তবে অতি দ্রুতই পরিকল্পনা মাফিক কাজ শুরু করলে আমরা গ্যাপ পূরণ করে এগিয়ে যেতে পারব। অনতিবিলম্বে আমাদের কাজ হচ্ছে কনফারেন্সে ইন্টারন্যাশনাল অংশগ্রহণেচ্ছুকদের কাছে কনফারেন্স-এর ভ্যেনু ও সম্ভাব্য কর্মসূচি পৌঁছে দেওয়া এবং যাতে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করতে পারেন তার ব্যবস্থা করা। এ জন্য একটি ইন্টারএ্যাকটিভ ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছে এবং তা আপলোড করা হয়েছে। ওয়েবসাইটটিকে acbtcdhaka2018.com/home ক্লিক করে দেখা যাবে।

সোসাইটির নতুন লোগো

সোসাইটির শেষ দ্বিবার্ষিক সাধারণ সম্মেলনে নতুন লোগোর প্রস্তাব করেন নির্বাহী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক ড. কামরুজ্জামান মজুমদার। সম্মেলনের দিনেই একটি ছোট ওয়ার্কশপে সদস্যদের আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একটি লোগো নির্বাচিত হয়। তবে লোগোটিতে কিছু গ্রাফিক্সের কাজ বাকি থাকায় এযাবৎ লোগোটি ব্যবহৃত হয়নি। চলমান দ্বিবার্ষিক সাধারণ সম্মেলনে আমরা লোগোটির প্রথম ব্যবহার করি -- অনুষ্ঠান হলের দেয়ালে যে ব্যানারটি টানানো হয়েছে সেটিতে এই নতুন লোগো ব্যবহৃত হয়েছে।

সোসাইটির সেক্রেটারিয়েট

বিসিপিএস-এর নিজস্ব অফিসের স্বপ্ন আমাদের অনেক দিনের। সোসাইটি হিসেবে রেজিস্ট্রেশনের জন্যও স্থায়ী ঠিকানা দরকার হয়। কয়েকবার উদ্যোগ নিয়েও আমরা একাজে সফল হতে পারিনি। কিন্তু এবারে কমিটির প্রথম মিটিং-এ সোসাইটির অফিসের জন্য সকলে জোর ইচ্ছা প্রকাশ করে। সেইমতো ২০১৪-এর জুলাই মাসে আমরা নিউ এ্যালিফ্যান্ট রোডের বাটার সিগন্যালের দক্ষিণ কোণে একটি অফিস ভাড়া নিতে সক্ষম হই। বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা সহকারে আমরা অফিসটাকে কিছুটা গুছিয়েও নিতে থাকি। কিন্তু নিয়মিত অফিস চালু রাখার মতো অবস্থা আমরা কখনোই তৈরি করতে সক্ষম হইনি। শব্দদূষণ, বাড়িওয়ালার কিছু আচরণ এবং সর্বোপরি কমিটির সদস্যদের সময়াভাব ইত্যাদি নানা কারণে আমরা ২০১৪-এর ডিসেম্বরের পর অফিসটি ছেড়ে দেই। ভবিষ্যতে অফিস নেয়ার আগে আমাদের অনেক সমীকরণ মেলাতে হবে, শুধু অফিস নেয়ার জন্য অফিস নিতে গেলে একই অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।

জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য আইনে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট-এর সংজ্ঞায়ন ও এ্যাসিসট্যান্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট পদের অন্তর্ভুক্তিকরণ

এসময়কালে (২০১৪-২০১৫) সোসাইটির একটি গুরুত্বপূর্ণ ও চ্যালেঞ্জিং কাজ হচ্ছে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য আইনে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট এবং এ্যাসিসট্যান্ট ক্লিনিকাল সাইকোলজিস্টের সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্তিকরণ। বিগত ৬ষ্ঠ দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে আমরা সকলকে অবহিত করেছিলাম যে, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য আইন প্রণয়নে বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটিকে সচেতনভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। অত্যন্ত গোপনে প্রস্তুতকৃত আইনের খসড়াটিতে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট-এর একটি অনভিপ্রেত ও অবাস্তব সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়েছিল এবং এ্যাসিসট্যান্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টের ক্যাটেগরিটিকে বাদ দেওয়া

হয়েছিল -- সময়োচিত পদক্ষেপের মাধ্যমে আমরা এসব ষড়যন্ত্র প্রতিহত করতে সক্ষম হই। প্রস্তাবিত আইনের খসড়াটি যখন আইন কমিশনে যায় তখন এ্যাসিসট্যান্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট ক্যাটেগরিটি নিয়ে আইন কমিশনের সঙ্গেও অনেক যুক্তি-পাল্টা যুক্তির অবতারণা হয়। আইন কমিশনের সাথে মিটিং-গুলোতে সোসাইটির সভাপতি, জেনারেল সেক্রেটারি ও অধ্যাপক ড. মাহমুদুর রহমানও অংশগ্রহণ করেছেন। আইন কমিশনের মূল যুক্তি ছিল মানসিক স্বাস্থ্যের অন্যান্য কোন পেশায় 'এ্যাসিসট্যান্ট' উপসর্গটি নেই - এক্ষেত্রে কেন? আমরা আমাদের যুক্তিগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করি। এছাড়াও, প্রস্তাবিত মানসিক স্বাস্থ্য আইনের কতিপয় ধারায় আমরা কিছু সংযোজন ও বিযোজনের প্রস্তাবও করি। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হচ্ছে যে, সম্প্রতি আইন কমিশনের ওয়েবসাইটে দেওয়া 'বাংলাদেশ মানসিক স্বাস্থ্য আইন, ২০১৫ প্রণয়নের লক্ষ্যে আইন কমিশনের সুপারিশ' (রিপোর্ট নম্বর : ১৩৬; ০৫ জুলাই, ২০১৫)-এ এ্যাসিসট্যান্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট ক্যাটেগরিটি বাদ দেওয়া হয়েছে। এ নিয়ে আমাদের পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করা জরুরি হয়ে পড়েছে।

মনভুবন

এসময়কালে সোসাইটির জনপ্রিয় মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক ম্যাগাজিন মনভুবন-এর ৬ষ্ঠ সংখ্যা প্রকাশ (নভেম্বর ২০১৪) করা হয়। এটি সম্পাদনা করেন তরুণ কান্তি গায়েন। বরাবরের ন্যায় এসংখ্যাটিও পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে। অনিয়মিত এই প্রকাশনাটিকে নিয়মিত করার দাবি রয়েছে এর পাঠকদের মাঝে।

সোসাইটির ওয়েবসাইট

বর্তমান কমিটির একটি বড় ব্যর্থতা হচ্ছে বিসিপিএস-এর ওয়েবসাইটকে চালু রাখতে না পারা। মানসিক স্বাস্থ্যের ব্যাপারে আগ্রহী এবং মনোবিজ্ঞানসংশ্লিষ্ট পেশায় নিয়োজিত পেশাজীবীদের কাছে এটি যথেষ্ট প্রয়োজনীয় একটি সাইট হয়ে উঠেছিল। ওয়েবসাইটে রাখা মনোবিজ্ঞান বিষয়ে বিভিন্ন লেখার একনিষ্ঠ পাঠক ছিল বিভিন্ন ডিগ্রি ও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের মনোবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক ও ছাত্রগণ। ওয়েবসাইটটিকে ভালোভাবে চালানোর লক্ষ্যে এ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে তানজির আহমেদ তুষার এবং নিয়মিত মনিটরিং করার জন্য ক্লিনিক্যাল সাইকোলজির এমফিল গবেষক শাহানা পারভিন পান্নাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু ২০১৫ সালের শুরুতে সাইটটি হ্যাক হওয়ার পরে এতে রাখা প্রায় সকল তথ্যই নষ্ট হয়ে যায়। সম্প্রতি সাইটটিকে পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে এবং নতুন-পুরাতন নানা ডকুমেন্ট রাখার প্রক্রিয়া চলছে। ওয়েবসাইটটি নতুন চেহারায় চালু করার ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা অব্যাহত রেখেছেন জনাব কামরুজ্জামান মজুমদার এবং মোসাম্মৎ নাজমা খাতুন।

ক্লিনিক্যাল সাইকোলজির নতুন কোর্স চালু করার বিষয়ে সোসাইটির অবস্থান

বিসিপিএস দেশে নতুন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি কোর্স খোলার ব্যাপারে আগ্রহী। তবে কোর্সের সিলেবাস ও ট্রেইনিং-এর মান যাতে বজায় থাকে সে বিষয়ে বিসিপিএস আপোসহীন। বিসিপিএস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি কোর্সটিকে বাংলাদেশের জন্য স্ট্যান্ডার্ড মনে করে। সাম্প্রতিক সময়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্লিনিক্যাল সাইকোলজির যে কোর্স চালু করেছে তা এই স্ট্যান্ডার্ড মেনে চলেনি। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিতে অনার্স কোর্স চালু করেছে। দুটি ক্ষেত্রেই বিসিপিএস যথাযথ কর্তৃপক্ষকে এবিষয়ে সচেতন করেছে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইকোলজির দুজন অধ্যাপক, যারা এই কোর্স খোলার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন, বিসিপিএস তাদের সাথে এবিষয়ে মিটিং করেছে এবং সোসাইটির অবস্থান বোঝানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু সে চেষ্টা ফলপ্রসূ হয়নি। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছি যাতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনরাবৃত্তি না হয়। এক্ষেত্রে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকদের সাথে মিটিং করা হয়েছে। পরবর্তীতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান বরাবর আমরা পত্র প্রেরণ করি। এই পত্রে আমরা আমাদের যুক্তি, প্রস্তাবিত মানসিক স্বাস্থ্য আইনে বর্ণিত ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট-এর শিক্ষাগত যোগ্যতা, ব্রিটিশ সাইকোলজি এসোসিয়েশনের প্রাক্তন সভাপতি ড. গ্রাহাম পাওয়েল-এর ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি কোর্সের প্রশিক্ষণ-এর জন্য প্রয়োজনীয় রিকোয়ারমেন্ট-এর বর্ণনা সম্বলিত চিঠি এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সদ্য সৃজিত ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টদের পদের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতার নমুনাও যোগ করি। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এই পত্রের কোন জবাব দেননি, তবে মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান এই মর্মে আমাদের পত্র দেন যে, এবিষয়ে তাদের করার কিছুই নাই, কারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের কোর্স নির্ধারণ করার ব্যাপারে স্বাধীন। এই দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারাবাহিকতায় ভবিষ্যতে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ও নানাবিধ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি কোর্স চালু করবে বলেই মনে হয়। এক্ষেত্রে আমাদের প্রস্তাবিত বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি কাউন্সিল এ্যাক্টই হতে পারে একমাত্র রক্ষাকবচ।

উচ্চতর কাউন্সেলিং দক্ষতা প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটি ও ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের যৌথ উদ্যোগে ২০১২ থেকে ২০১৪ সন পর্যন্ত মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ে আগ্রহী বিভিন্ন পেশাজীবীদের জন্য মৌলিক ও উচ্চতর কাউন্সেলিং-এর ওপর একাধিক সংখ্যক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সর্বোচ্চ মানসম্মত প্রশিক্ষণ দেয়ার উদ্দেশ্যে খুব সীমিত সংখ্যক অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে সিনিয়র ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টদের দ্বারা এ প্রশিক্ষণ পর্বগুলো পরিচালনা করা হয়। এই প্রশিক্ষণ কর্মকান্ডের কোঅর্ডিনেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সোসাইটির জয়েন্ট সেক্রেটারী জোবেদা খাতুন। তবে কিছু বাস্তব সীমাবদ্ধতার কারণে ২০১৫-২০১৬ সময়কালে এই নিয়মিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচীটি চালানো সম্ভব হয়নি।

সিপিডি ও সুপারভিশনঃ

বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটির পরিসরের মধ্যে বিগত বছরগুলোতে বহুল উচ্চারিত একটি বাক্যবন্ধ হচ্ছে, কন্টিনিউয়াস প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট (সিপিডি) অর্থাৎ যা বাংলায় হবে, অব্যাহত পেশাগত বৃদ্ধি । এর প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুধাবন করা সত্ত্বেও এই কর্মকাণ্ডটি আমরা কিছুতেই শুরু করতে পারছিলাম না। আশার কথা হচ্ছে, ২০১৬-র শুরুতে বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি কাউন্সিল এ্যাক্ট-এ আমরা এবিষয়ে একটি নথি সন্নিবেশিত করতে সমর্থ হই। একটি সংক্ষিপ্ত কর্মশালায় ড. কামরুজ্জামান মজুমদার সংশ্লিষ্ট নথির খসড়া উত্থাপন করেন এবং বিস্তর আলাপ আলোচনার মাধ্যমে একটি সিপিডি গাইডলাইন প্রস্তুত হয়। এই গাইডলাইনকে অনুসরণ করে সোসাইটি সাম্প্রতিককালে দুইটি সফল সিপিডি কর্মকাণ্ড সম্পাদন করেছে।

এর প্রথমটি অনুষ্ঠিত হয়, ২৩ জুন ২০১৬ তারিখে ড. নাসিরুল্লা ফাউন্ডেশন কনফারেন্স হলে। 'ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিতে নৈতিকতা' শীর্ষক এই কর্মশালাটি উপস্থাপন ও সঞ্চালন করেন প্রফেসর মাহমুদুর রহমান। বিভিন্ন স্তরের মোট ৮৩ জন সদস্য ও অতিথি এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় সিপিডি কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয় ২৮ জুলাই ২০১৬ তারিখে ড. নাসিরুল্লা ফাউন্ডেশন কনফারেন্স হলে। জনাব মো. জহীর উদ্দীন 'মটিভেশনাল এনহ্যান্সমেন্ট থেরাপি'-র ওপর ৩ঘন্টাব্যাপি একটি প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন। ক্লিনিক্যাল সাইকোলজির বিভিন্ন স্তরের মোট ৭৮ জন সদস্য এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। আঠারোতম ইনটেক-এর মুক্তি বিশ্বাস কর্মশালাটির আয়োজনে ভলান্টিয়ার হিসেবে কাজ করেন।

এখন থেকে প্রতিমাসে একটি করে সিপিডি কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠিত হবে। সিপিডি গাইডলাইন-এর প্রস্তাবনা অনুসারে বাৎসরিক ভিত্তিতে একটি ন্যূনতম সিপিডি নম্বর অর্জন করা প্রতিটি ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টের জন্য আবশ্যক ঘোষণা করা হয়েছে।

বিভিন্ন সময়ে সোসাইটির সদস্যদের মাঝে সিপিডি বিষয়ে সচেতনা বৃদ্ধিতে অন্য অনেকের কন্ট্রিবিউশনের মাঝেও আমরা বিশেষভাবে প্রফেসর মাহমুদুর রহমান এবং ড. গ্রাহাম পাওয়েল-এর অভিভাবকত্বকে স্মরণ করতে চাই। বর্তমানে সিপিডি কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠিত করার ব্যাপারে জনাব মো. জহীর উদ্দিনের নিরলস উদ্যোগ এবং নাসিরুল্লাহ সাইকোথেরাপি ইউনিটের সার্বিক সহযোগিতা বিশেষভাবে প্রশংসার দাবীদার।

সিপিডির পাশাপাশি এসময়ের আরেকটি উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড হচ্ছে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট এবং এ্যাসিসট্যান্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টদের জন্য মাসে একবার ক্লিনিক্যাল সুপারভিশন-এর আয়োজন করা। ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টদেরটি হলো পিয়ার-সুপারভিশন। তবে, এ্যাসিসট্যান্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টদের একজন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট সুপারভিশন প্রদান করেন।

এযাবৎ দুইটি পিয়ার-সুপারভিশন এবং একটি সুপারভিশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিয়ার-সুপারভিশন দুটি অনুষ্ঠিত হয় যথাক্রমে ৬ জুন এবং ২৫ জুলাই ২০১৬ তারিখে। নাসিরুল্লা ফাউন্ডেশন কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত এই সেশনগুলোতে যথাক্রমে ১৫ এবং ১৩জন প্র্যাকটিসিং ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট তাদের কেস্ নিয়ে আলোচনা করেন। সতের ইনটেক-এর রায়হানা শারমিন স্বর্ণা প্রথম সেশনটির আয়োজনে ভলান্টিয়ার হিসেবে কাজ করেন। দ্বিতীয় পিয়ার-সুপারভিশন থেকে ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস্ সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু সুপারিশ উঠে এসেছে যেগুলো নিয়ে কার্যনির্বাহী কমিটি আরো আলোচনা করে কতগুলো দিক নির্দেশনা দিবে।

এ্যাসিসট্যান্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টদের জন্য সুপারভিশন সেশনটি অনুষ্ঠিত হয় ২০ জুলাই ২০১৬ তারিখে। উনত্রিশজন এ্যাসিসট্যান্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টসহ সর্বমোট ৩১জন এই সেশনে অংশগ্রহণ করেন। সোসাইটির জয়েন্ট সেক্রেটারি জোবেদা খাতুন এটি অরগানাইজ করেন, ভলান্টিয়ার হিসেবে কাজ করেন ২০তম ইনটেকের লিজা এবং হাফিজ।

দেশের দুরদূরান্তের শহর থেকে এসেও এ্যাসিসট্যান্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টগণ এই সেশনে অংশগ্রহণ করেন। মোট ১৪জন এ্যাসিসট্যান্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট তাদের কেস নিয়ে আলোচনা করেন এবং সুপারভিশন গ্রহণ করেন।

সোসাইটির সীমাবদ্ধতা

১. সোসাইটি এখনও পর্যন্ত রেজিস্টার্ড না হওয়ার কারণে এর আইনি ভিত্তি দুর্বল রয়ে গেছে।

২. সোসাইটির নিজস্ব সেক্রেটারিয়েট না থাকার কারণে রেকর্ডকিপিংসহ বিভিন্ন দাপ্তরিক কর্মকাণ্ড এবং সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হয়।

৩. সোসাইটি তার স্ট্রাটেজিক প্ল্যান যথাযথভাবে অনুসরণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে। ফলে এর কর্মকাণ্ড অনেক ক্ষেত্রেই রিএ্যাকটিভ (প্রতিক্রিয়ামূলক), প্রোএ্যাকটিভ নয়। অনেক জাতীয় ইস্যুতেও যথাযথ প্রতিক্রিয়া করতে ব্যর্থ হচ্ছে।

৪. অন্যান্য অ্যালাইড হেলথ প্রোফেশনালদের সাথে সম্পর্ক কী হওয়া দরকার এ ব্যাপারে যথাযথ নীতি ও কৌশল প্রণয়নের অবকাশ রয়েছে।

৫. সোসাইটির তহবিলে নগদ অর্থ খুবই কম। সাম্প্রতিক সময়ে সোসাইটির কর্মকাণ্ড অনেক বেশি নাসিরুল্লাহ সাইকোথেরাপি ইউনিটের ওপর নির্ভর করে করা হয়েছে। এতে সোসাইটি তার তহবিল বৃদ্ধি করার কর্মকাণ্ড সংকুচিত করে ফেলেছে।

৬. বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটিকে তার অধিকাংশ কর্মসূচি পরিচালনা করতে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজির ট্রেইনিদের ওপর নির্ভর করতে হয়। এক্ষেত্রে সোসাইটির সাধারণ সদস্যগণের অংশগ্রহণ কিছু ব্যতিক্রম ব্যতীত এখনও পর্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক নয়।

৭. সাধারণ সদস্যদের ওপরে সোসাইটির কার্যকর নিয়ন্ত্রণ আশাব্যঞ্জক নয়।

৮. সোসাইটির ডকুমেন্টেশন বিষয়ে দুর্বলতা আছে - ফলে বিভিন্ন নথি ও রেকর্ড প্রয়োজনে পাওয়া যায় না।

সোসাইটির জন্য চ্যালেঞ্জ

সোসাইটি এবং ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি পেশার জন্য সামনে কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে যেগুলো হতে পারে এরকম:

১। ড্রপআউটের কারণে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টের তুলনায় এ্যাসিসট্যান্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টের সংখ্যা অনেক বেশি হওয়া এবং ভবিষ্যতে এই সংখ্যা বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পরিচয় সংকটে ভুগতে থাকা এই বিপুল সংখ্যক এ্যাসিসট্যান্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টদেরকে কীভাবে সম্মানিত করা যায় তার ওপরে পেশা এবং সোসাইটির ভবিষ্যত অনেকটাই নির্ভর করবে।

২। জগন্নাথ ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় হতে বের হওয়া গ্রাজুয়েটদেরক্ষেত্রে কী হবে, তারা নতুন কোন এসোসিয়েশন চালু করবে কী না -- এসব বিষয়ও আমাদের জন্য সংকট তৈরি করবে।

৩। পলিসি স্তরে অজ্ঞতার কারণে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোতে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে পারে অন্যান্য এ্যালাইড মেন্টাল হেলথ প্রফেশনালগণ, বিশেষতঃ কাউন্সেলিং সাইকোলজিস্ট, সাইকোথেরাপিস্ট, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়-জাতীয় কোর্স করে বের হওয়া গ্রাজুয়েটরা।

৪। পাশাপাশি পেশাগত প্র্যাকটিস-এর ক্ষেত্রে আমরা আমাদের সদস্যদের প্রয়োজনীয় নৈতিকমান কতটা ধরে রাখতে পারব সেটিও ভবিষ্যতের একটি চ্যালেঞ্জ।

সীমাবদ্ধতার পাশাপাশি বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটির সামনে সম্ভাবনাও অপরিসীম। দেশের মানসিক স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে সাইকিয়াট্রির পাশাপাশি আমাদের প্রয়োজন আগের চেয়ে বেশি অনুভূত হচ্ছে। সরকারি পর্যায়ে যে ৩১টি মাত্র পদ তৈরি হয়েছে তার পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল, স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টদের অচিরেই প্রয়োজন হবে। কিন্তু প্রয়োজনীয়সংখ্যক ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট যোগান দেওয়ার অবস্থায় আমরা এখনও পৌঁছিনি। আমাদের ভবিষ্যত নেতৃত্ব এসকল বিষয়ে মনোযোগী হবেন এই প্রত্যাশায় আপনাদের সুস্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি কামনায় -

ধন্যবাদসহ,
কার্যনির্বাহী কমিটির পক্ষে:
তরুণ কান্তি গায়েন
সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটি

বিশেষ দ্রষ্টব্য : এই প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করতে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন, সোসাইটির সহ-সভাপতি মোহাম্মদ জহীর উদ্দিন, যুগ্মসম্পাদক জোবেদা খানম ও সদস্য সাবিহা জাহান।